পাওয়ার অফ দোয়া

পাওয়ার অফ দোয়া

মূল

আলিয়া উম্মে রাইয়ান

অনুবাদ

আজমিন আক্তার ইভা

IFFAH
PUBLICATIONS

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা **১৩**
ভূমিকা **১৭**

১ম অধ্যায়

দোয়া **২১**

দোয়া মানেই সম্পর্ক **২১**
আপনার অভাব বনাম আল্লাহর উদারতা **২৯**
আপনার স্বপ্ন, তাঁর ক্ষমতা **৩৯**

২য় অধ্যায়

দোয়ার আগে **৪৪**

জেনে নিন কার কাছে চাইছেন **৪৪**
- লিনার গল্প ৪৫
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ৪৯
- কার কাছে চাইছেন তা জানার গুরুত্ব ৫১
- কার কাছে চাইছেন তা জানলে দোয়ায় কী পরিবর্তন আসে? ৫১
- কার কাছে চাইছেন তা জানলে সম্পর্ক কীভাবে গভীর হয়? ৫২
- এবার আপনার পালা—জেনে নিন কার কাছে চাইছেন ৫৩
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ৫৪

নিজেকে উজাড় করে দিন, হোন আন্তরিক ৫৫
- রুমাইসার গল্প ৫৬
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ৬০
- দোয়ায় আন্তরিকতা আর নিজেকে সঁপে দেওয়ার গুরুত্ব ৬১
- দোয়ায় আন্তরিকতা আর নিজেকে সঁপে দেওয়ার প্রভাব ৬২
- অসহায়ত্ব আর আন্তরিকতা কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ... ৬৩
- এবার আপনার পালা—নিজেকে সঁপে দিন ৬৪
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ৬৬

রবের কাছে সেরাটাই আশা করুন ৬৭
- সুমাইয়ার গল্প ৬৮
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ৭১
- রবের কাছে সেরাটা আশা করার মাহাত্ম্য ৭৩
- সেরাটা আশা করলে দোয়ায় কী পরিবর্তন আসে? ৭৪
- সেরাটা আশা করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কীভাবে গভীর হয় ৭৫
- এবার আপনার পালা—আশা রাখুন আকাশছোঁয়া ৭৬
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ৭৭

দোয়ায় অটুট বিশ্বাস রাখুন ৭৮
- আমার গল্প ৭৯
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ৮২
- দোয়ায় অটুট বিশ্বাসের গুরুত্ব ৮৩
- বিশ্বাস দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয় ৮৪
- বিশ্বাস কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ৮৫
- এবার আপনার পালা—অটুট বিশ্বাসী হোন ৮৬
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ৮৮

দোয়া কবুলের সেরা দিন ৮৮
- শারমিনার গল্প ৮৯
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ৯৫
- সেরা দিনে দোয়া করার মাহাত্ম্য ৯৬

▸ সেরা দিনটি আপনার দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয়? ৯৭
▸ সেরা দিনে দোয়া করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক কীভাবে গভীর হয়?...... ৯৮
▸ আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন!.................................... ১০০

দোয়া কবুলের সেরা সময় **১০০**
▸ ফৌজিয়ার গল্প.. ১০২
▸ আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১০৬
▸ শ্রেষ্ঠ সময়ে দোয়া করার মাহাত্ম্য ১০৬
▸ শ্রেষ্ঠ সময়টি কি আপনার দোয়ায় কোনো প্রভাব ফেলে? ১০৮
▸ এবার আপনার পালা—তাহাজ্জুদ পড়ুন ১০৯
▸ আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন!.................................... ১১১

নেক আমল : ছদ্মবেশী দোয়া.. **১১১**
▸ জয়নবের গল্প ১১৩
▸ আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১১৬
▸ নেক আমলের মূল্য এবং দোয়ায় এর প্রভাব................................ ১১৭
▸ ইস্তিগফার.. ১১৭
▸ জিকির ১১৮
▸ রোজা ১১৮
▸ হালাল রুজি..১১৮
▸ কুরআনের সাথে সম্পর্ক...১১৯
▸ নেক আমল কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ১২০
▸ এবার আপনার পালা—নেক আমল শুরু করুন........................... ১২১
▸ আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন!.................................... ১২১

৩য় অধ্যায়

দোয়ার ভেতরে.. **১২৩**

আল্লাহর প্রশংসা **১২৪**
▸ খালিদের গল্প ১২৫

▸ আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১২৮
▸ দোয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশংসার গুরুত্ব.................................১২৯
▸ আল্লাহর প্রশংসা আপনার দোয়া ও সম্পর্কে কী প্রভাব ফেলে............১৩১
▸ এবার আপনার পালা—প্রশংসা করুন................................ ১৩২
▸ আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ১৩৩

আল্লাহকে তাঁর সুন্দর নামে ডাকুন... **১৩৪**
▸ এলিসের গল্প.. ১৩৫
▸ আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১৩৮
▸ দোয়ার জন্য আল্লাহর সুন্দর নামগুলো ব্যবহারের গুরুত্ব ১৩৯
▸ আল্লাহর নাম ধরে ডাকার ফলে দোয়ায় কী পরিবর্তন আসে............. ১৩৯
▸ কীভাবে তাঁর সাথে আপনার সম্পর্ক গভীর করে ১৪০
▸ এবার আপনার পালা—তাঁর নাম ধরে প্রশংসা করুন ও চান ১৪১
▸ আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ১৪১

নবীর (সা.) ওপর দুরুদ পেশ করা...**১৪২**
▸ আমার গল্প ১৪৩
▸ আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১৪৬
▸ নবীর (সা.) ওপর দুরুদ পেশ করুন : দোয়ার ক্ষেত্রে দুরুদ
পাঠানোর মাহাত্ম্য...১৪৭
▸ দুরুদ আপনার দোয়ায় কী পরিবর্তন আনে ১৪৮
▸ দুরুদ কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ১৪৮
▸ এবার আপনার পালা—দুরুদ পড়ুন.......................................১৪৯
▸ আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন!................................. ১৫০

ক্ষমা প্রার্থনা...**১৫১**
▸ আমার গল্প ১৫১
▸ আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১৫৪
▸ ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার মাহাত্ম্য ১৫৬
▸ ইস্তিগফার আপনার দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয় ১৫৬
▸ ইস্তিগফার কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে...................১৫৭

- এবার আপনার পালা—ক্ষমা চান ১৫৮
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ১৬১

কৃতজ্ঞ হোন ১৬১

- লায়লার গল্প ১৬২
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১৬৭
- দোয়ার ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞ থাকার মূল্য ১৬৮
- কৃতজ্ঞতা আপনার দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয় ১৭০
- কৃতজ্ঞতা কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ১৭১
- এবার আপনার পালা—কৃতজ্ঞ হোন ১৭১
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ১৭২

ইউনুস (আ.)-এর দোয়াটি ব্যবহার করুন ১৭৩

- মরিয়মের গল্প ১৭৪
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১৭৭
- ইউনুস (আ.)-এর দোয়ার মাহাত্ম্য ১৭৮
- লা ইলাহা ইল্লা আনতা (আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ বা উপাস্য নেই) ১৭৯
- সুবহানাকা (আপনি পবিত্র ও মহান) ১৭৯
- ইন্নি কুনতু মিনাজ জওয়ালিমিন—(নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত) ১৭৯
- ইউনুস (আ.)-এর দোয়া কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ১৮০
- এবার আপনার পালা—ইউনুস (আ.)-এর দোয়া পড়ুন ১৮০
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ১৮১

শিশুর মতো নাছোড়বান্দা হয়ে দোয়া করুন ১৮২

- অ্যালিসনের গল্প ১৮৩
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১৮৫
- শিশুর মতো মিনতি করে চাওয়ার মাহাত্ম্য ১৮৬
- শিশুর মতো মিনতি আপনার দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয় ১৮৭
- শিশুর মতো আকুতি কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ১৮৮
- এবার আপনার পালা—শিশুর মতো বিশ্বাস নিয়ে চান ১৮৮
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ১৮৯

বড় স্বপ্ন নিয়ে দোয়া করুন **১৯০**
- জামিলার গল্প..................... ১৯০
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ১৯৩
- দোয়ার মাঝে বেশি চাওয়ার মাহাত্ম্য ১৯৪
- বেশি চাওয়ার অভ্যাস আপনার দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয়..................... ১৯৫
- বেশি চাওয়া কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে ১৯৬
- এবার আপনার পালা—বড় স্বপ্ন দেখুন আর দোয়ায় লোভী হোন..................... ১৯৬
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন!..................... ১৯৭
- যখন আপনার মুখে ভাষা থাকে না ১৯৮
- আয়েশার গল্প ১৯৯
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ২০১
- দোয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর স্মরণের মাহাত্ম্য ২০২
- আল্লাহর স্মরণ আপনার দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয় ২০৩
- আল্লাহর স্মরণ কীভাবে তাঁর সাথে সম্পর্ক গভীর করে..................... ২০৪
- এবার আপনার পালা—আল্লাহকে স্মরণ করুন..................... ২০৫
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন! ২০৬

অন্যের দোয়া..................... **২০৭**
- দাউদের গল্প ২০৮
- আপনার দোয়াকে শানিয়ে নিন ২১০
- অন্যের দোয়া আপনার দোয়ায় কী মূল্য রাখে ২১১
- অন্যের দোয়া আপনার দোয়ায় কী পার্থক্য গড়ে দেয় ২১২
- অন্যের দোয়া কীভাবে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গভীর করে..................... ২১৩
- এবার আপনার পালা—অন্যের জন্য দোয়া করুন, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন ২১৪
- আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন!..................... ২১৫

দুরুদ ও প্রশংসা দিয়ে দোয়ার ইতি টানুন **২১৫**

৪র্থ অধ্যায়

দোয়ার পরে **২১৮**

সব দোয়া কবুল হয় **২১৯**

যখন উত্তর হয় 'হ্যাঁ' এবং আল্লাহ আপনাকে আরও বাড়িয়ে দেন **২২২**

- ড্যানিয়েলের গল্প ২২৩
- আল্লাহর সাড়ার প্রতি বিশ্বাস মজবুত করুন........ ২২৬
- এবার আপনার পালা—আল্লাহর বরকতের আশা করুন........ ২৩০
- আল্লাহ, আমার দোয়ার উত্তরের প্রতি আমার রেসপন্স বদলে দিন........ ২৩০

যখন উত্তর হয় 'হ্যাঁ', কিন্তু সাথে আসে পরীক্ষা **২৩১**

- নেজের গল্প ২৩২
- আল্লাহর সাড়ার প্রতি বিশ্বাস মজবুত করুন........ ২৩৬
- এবার আপনার পালা—পরীক্ষা এলেও বিশ্বাস রাখুন........ ২৩৮
- আল্লাহ, আমার দোয়ার উত্তরের প্রতি আমার রেসপন্স বদলে দিন........ ২৩৯

যখন উত্তর হয় 'না'—আল্লাহর ওপর ভরসা রাখুন........ **২৩৯**

- আসমার গল্প ২৪০
- আল্লাহর সাড়ার প্রতি বিশ্বাস মজবুত করুন........ ২৪২
- এবার আপনার পালা—উত্তর 'না' হলে বিশ্বাস রাখুন তিনি আপনাকে অন্যদিকে ফেরাচ্ছেন........ ২৪৬
- আল্লাহ, আমার দোয়ার উত্তরের প্রতি আমার রেসপন্স বদলে দিন........ ২৪৬

যখন উত্তর হয় 'না', তবুও আশা থাকে........ **২৪৭**

- জাহারার গল্প........ ২৪৮
- আল্লাহর সাড়ার প্রতি বিশ্বাস মজবুত করুন........ ২৫০
- এবার আপনার পালা—উত্তর যখন 'না' মনে হয়, আশা জিইয়ে রাখুন... ২৫২
- আল্লাহ, আমার দোয়ার উত্তরের প্রতি আমার রেসপন্স বদলে দিন........ ২৫২

যখন উত্তর হয় 'না' এবং সেটাই আপনার জন্য কল্যাণকর................. ২৫৩
- নাদিয়ার গল্প.. ২৫৪
- আল্লাহ্‌র সাড়ার প্রতি বিশ্বাস মজবুত করুন............................. ২৫৬
- এবার আপনার পালা—যখন উত্তর 'না', তখনো জানবেন এটাই সেরা ... ২৫৮
- আল্লাহ, আমার দোয়ার উত্তরের প্রতি আমার রেসপন্স বদলে দিন....... ২৫৯

যখন আপনার দোয়া অন্যের দোয়ার সাথে মিলে যায়........................ ২৫৯
- মার্সিয়ার গল্প ২৬০

উপসংহার ২৬৬
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি.. ২৬৯
কৃতজ্ঞতা...২৭১

অনুবাদকের কথা

মানুষের জীবন এক অদ্ভুত দীর্ঘ পথচলা। এই পথ কখনো মসৃণ, কখনো কণ্টকাকীর্ণ। জীবনের সেই কঠিন মুহূর্তগুলোতে যখন চারপাশ অন্ধকার হয়ে আসে, তখন পরম করুণাময়ের সাথে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র সেতুবন্ধন হলো দোয়া।

দোয়া কেবলই কিছু প্রার্থনামূলক শব্দের সমষ্টি নয়; এটি হলো অন্তরের গভীর থেকে আসা এক নিঃশব্দ আর্তনাদ, এক অদম্য বিশ্বাস আর সমর্পণের নাম। দোয়ার তাৎপর্য ও এর শক্তি যে কতটা গভীর, এই বইটি পড়তে পড়তে আমি সমগ্র সত্তা দিয়ে তা অনুভব করেছি। সত্যি বলতে দোয়া জিনিসটাকে একেবারে নতুন করে আবিষ্কার করেছি আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি পাঠকরাও বিষয়টি উপলব্ধি করবেন ইনশাল্লাহ।

অনুবাদের এই অসাধারণ সফরটি শুরু হয়েছিল একটু অন্যভাবে। অনলাইনে কিছু একটা ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে হঠাৎ করেই একদিন মূল ইংরেজি বইটি আমার চোখে পড়ে। সত্যি বলতে 'দ্য পাওয়ার অফ দোয়া' নামটিই আমাকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। এরপর বইটি সম্পর্কে আরও খোঁজখবর নিতে শুরু করি। বইটি নিয়ে কিছুটা জানার পর আমার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পায়। এরপর রকমারি, ওয়াফিলাইফ সহ বাংলাদেশের বুকস্টোরগুলোতে অনুসন্ধান করি যে, এটার কোনো বাংলা অনুবাদ আছে কিনা। কিন্তু হতাশ হই। যখন দেখলাম এমন দারুণ এক রত্ন এখনো অনূদিত হয়নি, তখন এক অদ্ভুত স্বপ্ন আর দায়বদ্ধতা আমায় ঘিরে ধরল। মনে হলো, কেন আমিই বইটি অনুবাদ করে ফেলছি না? যেই ভাবা সেই কাজ।

কিন্তু এইখানে এসে থমকে গেলাম। অনলাইনে কোথাও বইটির পিডিএফ

নেই। সেক্ষেত্রে বইটি কীভাবে সংগ্রহ করা যায় ভাবতে লাগলাম। সে আরেক রোমাঞ্চকর যাত্রা। বাইরে থেকে অর্ডার করতে গিয়ে দেখি বই হাতে পেতে প্রায় ৪০ দিন সময় লেগে যাবে। অথচ আমার তর সইছিল না।

এদিকে যদিও আম্মার ইন্ডিয়া সফরের কথা চলছিল, ফলে আমি চাচ্ছিলাম আম্মার মাধ্যমেই ইন্ডিয়া থেকে বইটা আনব, কিন্তু ভিসার কারণে সেটাও বিলম্ব হচ্ছিল। ফলে শেষমেশ ইন্ডিয়ায় অবস্থানরত আমার ফুফাতো বোন বিপাসার শরণাপন্ন হলাম।

বিপাসাকে সবকিছু খুলে বললাম এবং অনুরোধ করলাম, বইটি তুমি সংগ্রহ করে আমাকে ছবি তুলে পাঠাও।

ওর ছোট বাচ্চা, সাথে আবার ওখানে ওর দাওয়াতি কাজের চরম ব্যস্ততা— সব সামলে ও যে আমাকে ছবিগুলো পাঠিয়ে সাহায্য করেছে, তা আমি কোনোদিন ভুলব না। বিপাসার সেই ত্যাগ না থাকলে হয়তো এত দ্রুত বইটি আপনাদের হাতে পৌঁছাত না।

এরপর শুরু হলো সৃজনশীলতার আরেক লড়াই। বইটির জন্য একটা সুন্দর কভার দরকার, সেটার জন্য রওশনকে আমি জ্বালাতন শুরু করলাম। রওশন এত চমৎকার কিছু কভার করে দিল যে, দ্বিধায় পড়ে গেলাম কোনটা রেখে কোনটা বাদ দিব। এছাড়া পদে পদে নানা পরামর্শের জন্য তানি আপু, মোরশেদা আপু, মুনিবা, মেধা এবং ইফফাহ টিম সহ আরও অনেককে অসম্ভব বিরক্ত করেছি। আশা করি, একটা সুন্দর কাজের জন্য আমার এই অনিচ্ছাকৃত জ্বালাতনগুলো তারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

এছাড়াও এই দীর্ঘ জার্নিতে বানান, টুকটাক সম্পাদনা, প্রুফরিডিং ও বেটা রিডিং করে যারা আমাকে ছায়ার মতো সঙ্গ দিয়েছেন, সেই প্রিয় মানুষগুলো হলেন— আরিফা, নাহিদা, আনিকা, জান্নাত, সিরাজাম বিনতে কামাল এবং বঙ্গনারী টিমের ফারিজা আফরিন, হাফিজাহ বিনতে হাবীব, জুলফা জুমিররাত, শাহীনা আক্তার ও হাবিবুন নাহার মিমি আপু। আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অন্তহীন। তবে আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী বইটির মূল লেখক

আলিয়া উম্মে রাইয়ান আপুর প্রতি। আপুর জন্য আমি নিজেও অনেক বেশি দোয়া করি এবং আপনাদের কাছেও দোয়া চাই, আল্লাহ যেন আপুকে পরিপূর্ণ হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেন এবং তার এই সুন্দর কাজগুলো কবুল করেন।

অবশেষে আলহামদুলিল্লাহ, অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আজ এটি একটি মলাটবদ্ধ বই। এই বইটি যদি পাঠকদের দোয়ার জগতকে আরও একটু সমৃদ্ধ করতে পারে, যদি চোখের কোণে এক ফোঁটা প্রশান্তির অশ্রু এনে দিতে পারে, তবেই আমার ও আমার সহযাত্রীদের এই পরিশ্রম সার্থক হবে।

আজমিন আক্তার ইভা
প্রকাশক, ইফফাহ পাবলিকেশন্স
পবা, রাজশাহী।
info.iffah@gmail.com

ভূমিকা

প্রিয় পাঠক,

এই মুহূর্তে আপনারা চোখ দিয়ে এই শব্দগুলো পড়ছেন ঠিকই, কিন্তু আমি চাইছি অন্য কিছু। আমি চাই আপনারা আপনাদের হৃদয়ের মনোযোগটুকু আমাকে দিন।

ভাবছেন তো, হুট করে বইয়ের শুরুতেই কেন এত আদিখ্যেতা করে ‘প্রিয় পাঠক’ ডাকলাম? আমি আপনাকে চিনি বা না চিনি, তাতে কিছু যায় আসে না। আসলে যেকোনো কিছুর শুরুটা বা ভূমিকাটাই সব। আপনি সামনেই সেটা বুঝতে পারবেন।

নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ বা বয়স—এসবের ভেদাভেদ ভুলে আপনি আমার কাছে খুব আপন। কেন জানেন? কারণ আপনি হয়তো জানেনই না, আপনার আর আমার মধ্যে মিল কতটা। আমরা দুজনেই জীবন নামের এই অদ্ভুত জার্নিটার মাথামুণ্ডু বোঝার চেষ্টা করছি। কোনোমতে পথটা পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছি।

কখনো সময়টা খুব সহজে কাটে। আবার কখনো কঠিন—ভীষণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সামনে পাহাড়সম বাধা আসে, আবার অর্জন করার মতো স্বপ্নও থাকে। জীবনে যেমন কষ্ট আছে, তেমনি আছে স্বস্তি। আছে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আবার ঝলমলে আলো। কখনো আমরা একদম ভেঙে পড়ি, খুব দুর্বল লাগে নিজেকে। আবার কখনো মনে হয় গায়ে অসুরের শক্তি, একাই যেন পুরো পৃথিবী জয় করে ফেলতে পারব। এই কারণেই আমি আপনাকে ‘প্রিয় পাঠক’ বলে ডেকেছি এবং পুরো বই জুড়েই ডাকব। কারণ আমি আপনাকে চিনি, আপনাকে বুঝি। আমি তো এই পথে আপনারই সহযাত্রী।

আমি এমন একজন লেখক হতে চাই, যে এই পথে আপনার পাশে পাশে হাঁটবে। আমরা একসাথে খুঁজে বের করব সেই গুপ্তধন, যা দোয়ার অভ্যাসের মাধ্যমে পাওয়া যায়। দোয়া মানে কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত প্রার্থনা নয়, এর ব্যাপ্তি আরও অনেক বিশাল। দোয়ার এমন কিছু গভীরতা আছে, যা একটা মানুষের আত্মাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। পরকালের মিজানের পাল্লায় অঢেল সাওয়াব এনে দিতে পারে। তখন আত্মা এক অদ্ভুত প্রশান্তি খুঁজে পায়, মনে হয় যেন সে তার আসল ঠিকানায় ফিরে এসেছে—মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার খুব কাছাকাছি।

প্রিয় পাঠক, এই বইটা পড়ার সময় প্রস্তুত থাকুন গভীর এক অভিজ্ঞতার জন্য। রবের কাছে কিছু চাওয়ার মানে কী, সেটা নতুন করে আবিষ্কার করবেন। নিজের ভেতর আমূল পরিবর্তন, কঠিন সময়ে স্বস্তি, স্বপ্ন সত্যি হওয়া আর আল্লাহ আজজা ওয়া জালের সাথে আত্মিক সম্পর্কের গভীরতা—সবই পাবেন এখানে।

'দ্য পাওয়ার অফ দোয়া' বইটা এমন একটা শক্তিশালী অথচ মমতায় মোড়ানো ফ্রেমওয়ার্ক, যা আপনাকে দোয়ার জগতের সাথে একদম নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবে। এটা আপনার দোয়াকে বদলে দেবে—আপনাকে শেখাবে কেন দোয়াকে জীবনের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

বইটা চারটা ভাগে ভাগ করা। দোয়ার আগে কীভাবে মন প্রস্তুত করবেন, কী চাইবেন, কীভাবে চাইবেন এবং চাওয়ার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উত্তরের ওপর কীভাবে ভরসা রাখার প্র্যাকটিস করবেন—সবই এখানে ধাপে ধাপে সাজানো।

প্রতিটি অধ্যায়ে আমি একটা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কথা বলেছি, সাথে জুড়ে দিয়েছি আমার পরিচিত মানুষের জীবনের সত্যিকারের গল্প। এরপর আমি আপনার হাত ধরে খুব আলতো করে দোয়ার গভীরে নিয়ে যাব, বোঝাপড়া আর গাইডেন্সের মাধ্যমে। আর হ্যাঁ, প্রিয় পাঠক, আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাব—আপনার মন যা শিখল, যা অনুভব করল, সেটাকে কাজে লাগানোর জন্য। এই বইয়ে কিছু প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক ধাপ আছে। অধ্যায়ের

শেষের এই কাজগুলোর জন্য একটা সুন্দর জার্নাল বা খাতা কিনে ফেলতে পারেন কিন্তু!

প্রতি অধ্যায়ের একদম শেষে 'আল্লাহ, আমার দোয়াকে বদলে দিন' নামে একটা অংশ পাবেন। সেখানে আসমান ও জমিনের রবের কাছে চাওয়ার একটা নমুনা দোয়া দেওয়া আছে। আপনি চাইলে হুবহু সেটাই পড়তে পারেন, কিংবা নিজের প্রয়োজন বা অবস্থার সাথে মিলিয়ে একটু অদল-বদল করে নিতে পারেন।

'দ্য পাওয়ার অফ দোয়া' পড়ার সময় আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে—প্লিজ, অধ্যায়গুলো সিরিয়াল অনুযায়ী পড়বেন। কারণ আল্লাহর সাথে কথা বলার আগে নিজের মনটাকে কথা বলা শেখাতে হয়। কার কাছে চাইছেন, তিনি কীভাবে উত্তর দেন—সেটা আগে বুঝতে হবে। একবার পুরোটা পড়ে ফেলার পর অবশ্য যেখান থেকে খুশি পড়তে পারেন। তবে শুরুতে প্লিজ আমার ওপর ভরসা রাখুন এবং একটার পর একটা অধ্যায় শেষ করুন। এতে আপনি দোয়ার প্রস্তুতি, দোয়া করা এবং উত্তরের অপেক্ষা—সবকিছুর একটা পরিপূর্ণ গাইডলাইন পাবেন।

আমি আশা করি, এই বইয়ের জার্নি শেষে দোয়া হবে এই জীবনে আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার।

ইসলামী চিন্তাবিদ ইবনুল জাওজি রাহিমাহুল্লাহ তার কালজয়ী বই 'সাইদুল খাতির'-এ চমৎকার একটি কথা লিখেছেন—

অনেক আলেম মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, নবীজি (সা.) বলেছেন—'দোয়াই হলো ইবাদত'। আর আমি বলি, 'ইবাদত মানেই আসলে দোয়া'।

তার এই কথার সাথে দ্বিমত করার কোনো উপায় নেই। দোয়া হলো আপনার প্রয়োজনের কথা জানানো, কিন্তু আল্লাহর অসীম দয়ায়, এই চাওয়াটাই ইবাদতে পরিণত হয়। এই ইবাদত আপনাকে এমন বিপুল প্রতিদান আর রবের সান্নিধ্য এনে দেয়, যা অন্য কোনো উপায়ে পাওয়া কঠিন। আমার খুব প্রিয় একজন লেখক ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রাহি.। 'মাদারিজুস সালিকিন'

বইয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা পড়লে আপনার মন ভরে যাবে। আমার আশা, এই বইটা পড়া শেষ হলে দোয়া সম্পর্কে আপনার অনুভূতিটাও ঠিক এমনই হবে।

তিনি লিখেছেন—

> **'হতে পারে কোনো মানুষের বিশেষ কিছুর খুব প্রয়োজন। সে তখন ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, চাইতে থাকে। চাইতে চাইতে একসময় সে আল্লাহর কাছে চাওয়ার এবং কাকুতি-মিনতি করার মাঝে এক অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ পেতে শুরু করে। আল্লাহর সামনে নিজেকে তুচ্ছ মনে করা, তাঁর সুন্দর সব নাম ও গুণাবলী দিয়ে তাঁকে ডাকার মাধ্যমে সে রবের আরও কাছাকাছি চলে যায়। তখন তার হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই থাকে না... এই অবস্থার কারণে সে যে কল্যাণ লাভ করে, তা তার আসল প্রয়োজনের চেয়েও অনেক গুণ বেশি... এতটাই বেশি যে, সে চায় এই অবস্থাটা যেন শেষ না হয়। তার মনের সেই প্রয়োজন পূরণ হওয়ার চেয়ে এই আধ্যাত্মিক অবস্থাই তার কাছে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে।'**

অর্থাৎ, তার প্রয়োজন মিটলে সে যতটা খুশি হতো, আল্লাহর সাথে এই গভীর সংযোগ তাকে তার চেয়েও বেশি আনন্দ দেয়।

প্রিয় পাঠক, আল্লাহর কসম, আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর সাথে—এখন সময় এসেছে আপনার সব চাওয়া-পাওয়া নিয়ে রবের সামনে দাঁড়ানোর। দোয়ার মাধ্যমে তাঁর আজজা ওয়া জালের সাথে জুড়ে যাওয়ার।

— আলিয়া উম্মে রাইয়ান

১ম অধ্যায়

দোয়া

প্রিয় পাঠক, জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন নিজেকে খুব অসহায় লাগে। মনে হয় আপনি আল্লাহর এমন এক অভাবী বান্দা, যার সকল আশা প্রত্যাশা একেবারে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।

আবার জীবনে এমন সময়ও আসে যখন নিজেকে খুব সুখী মানুষ মনে হয়। তখন একজন মানুষ হিসেবে আপনি নির্দ্বিধায় কোনো বড় স্বপ্ন দেখার সাহস পান।

আমি আপনাকে দোয়ার অসাধারণ শক্তি আর রহস্য উন্মোচনের এই যাত্রায় আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। চলুন, আগে সেই সত্তার সাথে পরিচিত হই, যার কাছে আপনি হাত পাতবেন।

রবকে চেনার মাধ্যমেই শুরু হোক দোয়ার সাথে আমাদের পরিচয়।

দোয়া মানেই সম্পর্ক

আল্লাহ আজজা ওয়া জাল বলেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

‘আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করে,

(তাদের বলুন) আমি তো কাছেই আছি। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিই, যখন সে আমাকে ডাকে।'[১]

এই বইটা লেখার সময় আমার জীবনে একটা দারুণ ঘটনা ঘটে। আমি আমার সন্তানদের নিয়ে ওমরাহ্ করার আমন্ত্রণ পেলাম। মক্কায় আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ দেখার জন্য সেটাই ছিল ওদের প্রথম সফর। ওটা ছিল আমাদের জন্য খুবই স্পেশাল একটা ট্রিপ। আমরা মক্কায় পৌঁছালাম, ওমরাহ্ করলাম এবং শান্তির সেই নগরীতে পাঁচ রাত কাটালাম।

আমাদের সফরের পরবর্তী গন্তব্য ছিল মদিনা। কিন্তু মদিনার হোটেল আমি আগে থেকে বুক করিনি। আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু, যার একটা ট্রাভেল এজেন্সি আছে, তিনি কথা দিয়েছিলেন যে একদম সুলভ মূল্যে হোটেলের ব্যবস্থা করে দেবেন। কিন্তু মক্কায় আমাদের সময় শেষ হয়ে আসছিল, অথচ সেই বন্ধুর কোনো খোঁজ নেই! ফোন করলে ধরেন না, মেসেজের রিপ্লাই দেন না। শেষমেশ যখন তাকে ধরা গেল, তিনি জানালেন যে হোটেলের লোকজনের সাথেই নাকি তিনি যোগাযোগ করতে পারছেন না।

মক্কায় আমাদের শেষ রাত। পরদিন সকালেই মদিনার ট্রেন। আমার তো হাত-পা ঠান্ডা হওয়ার জোগাড়। খুব রাগ হচ্ছিল, একই সাথে হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলাম। হোটেল বুকিংয়ের কাজটা তো কয়েক সপ্তাহ আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল! আমার আতঙ্কের আগুনে ঘি ঢাললো আরেকটা খবর—নবীজির (সা.) মসজিদের কাছাকাছি যত হোটেল ছিল, সব বুকড হয়ে গেছে, অথবা তারা ফোনই ধরছে না! আর মদিনায় যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্যই তো মসজিদে নববীর জিয়ারত।

বাচ্চারা যেহেতু প্রথমবার মদিনায় যাচ্ছে, আমি চেয়েছিলাম ওরা যেন একটু আরামে থাকতে পারে। এমন একটা হোটেল চাচ্ছিলাম যেটা মসজিদ থেকে একদম কাছে, ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে। রাগে আর কষ্টে আমার চোখে পানি এসে

[১] সূরা বাকারা, ১৮৬

গেল। নিজের অজান্তেই বাচ্চাদের সামনে হতাশা প্রকাশ করে ফেললাম।

আমার মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে খুব শান্ত গলায় বলল, 'আম্মু, চিন্তা করো না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোনো কারণ আছে। আল্লাহ আমাদের দেখে রাখবেন। তিনি কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন।'

মেয়ের কথাগুলো শুনে আমি থমকে গেলাম। আমার আত্মার জন্য এমন মুহূর্তে ঠিক এই কথাগুলোরই দরকার ছিল। নিজের ওপর খুব লজ্জা লাগল। এতটুকু একটা বাচ্চা আল্লাহর ওপর কী অটুট ভরসা বা তাওয়াক্কুল দেখাল, আর আমি কিনা ঘাবড়ে যাচ্ছি! কুঁজো হয়ে যাওয়া কাঁধটা সোজা করে আমি বাচ্চাদের দিকে তাকালাম। বললাম, 'আল্লাহ অবশ্যই আমাদের দেখবেন! তিনি কি না দেখে পারেন? শুরুর দিকের মুসলমানরা আল্লাহর জন্য মক্কা ছেড়েছিলেন, তাদের তো মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই ছিল না। মদিনার আনসারদের দয়া আর উদারতা দিয়ে আল্লাহ তাদের দেখভাল করেছিলেন। আমরাও তো মক্কা ছেড়ে মদিনায় যাচ্ছি, থাকার কোনো জায়গা নেই, কিন্তু আমরা তো এসেছি একমাত্র তাঁরই জন্য। আল্লাহ কোনোভাবেই আমাদের খালি হাতে ফেরাবেন না।'

এরপর আমি মনে মনে আল্লাহর দিকে ফিরলাম। নিঃশব্দে বললাম: 'হে আল্লাহ, আমি তো তোমার জন্যই এখানে এসেছি। আমি আমার সন্তানদের জন্য একটু আরাম চাই। তুমিই তো সেই রব, যে ঘরহারা মুহাজিরদের আশ্রয় দিয়েছ। তুমিই সেই রব, যে আমাদের জন্যও ব্যবস্থা করবে। আমি তোমার ওপর ভরসা করলাম। নবীজির (সা.) মসজিদের খুব কাছে আমাদের একটা হোটেলের ব্যবস্থা করে দাও। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, তুমি আমাদের জন্য সেরাটাই দেবে।'

আমি তখন নবীজির (সা.) একজন সাহাবীর বর্ণিত একটা ঘটনার কথা স্মরণ করলাম এবং সেটা আমল করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

আনাস ইবনে মালিক (রা.) বর্ণনা করেন: এক লোক জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি কি উট বেঁধে আল্লাহর ওপর ভরসা করব, না কি ছেড়ে

দিয়ে ভরসা করব?' নবীজি (সা.) বললেন— 'আগে উট বাঁধো, তারপর আল্লাহর ওপর ভরসা করো।'[২]

তাই মদিনার ট্রেনে উঠে লাগেজপত্তর গুছিয়ে রেখেই আমরা পাগলের মতো 'উট বাঁধার' চেষ্টা শুরু করলাম, বন্ধুদের একের পর এক মেসেজ দিতে থাকলাম। জানতে চাইলাম, মসজিদে নববীর কাছে কোনো হোটেল খালি আছে কি না। কিন্তু সবার কাছ থেকে একই উত্তর এল, সব বুকড। কোথাও জায়গা নেই।

আমরা এয়ারবিএনবি ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলাম। ওগুলো ছিল নববী থেকে মোটামুটি বিশ মিনিটের হাঁটা পথ। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছিল তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে। এই কাঠফাটা রোদে কোনো ছায়া ছাড়া মসজিদ পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার কথা আমি কল্পনাই করতে পারছিলাম না।

কিছুক্ষণ পর আমাদের কাছে একটা হোটেলের লিংক এল। সেখানে জায়গা খালি ছিল, আবার আমাদের বাজেটের মধ্যেও পড়ে যাচ্ছিল। আমি গুগলে হোটেলের নাম লিখে সার্চ দিলাম, ম্যাপে ক্লিক করে দেখলাম মসজিদ থেকে ওটা পনেরো মিনিটের হাঁটা পথ—এয়ারবিএনবির চেয়ে পাঁচ মিনিট কম। মদিনায় পৌঁছাতে আর মাত্র এক ঘণ্টা বাকি। রুমগুলো যদি অন্য কেউ নিয়ে নেয়, এই ভয়ে আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে বুকিং দিয়ে দিলাম। গনগনে রোদে এতখানি পথ হাঁটার ভয়টা মনের ভেতর খচখচ করছিল ঠিকই, কিন্তু থাকার একটা জায়গা তো অন্তত হলো—এটা ভেবেই একধরনের স্বস্তি পেলাম।

মদিনার স্টেশনের হাড়কাঁপানো এসি থেকে বের হয়ে দুপুরের কড়া রোদে পা রাখতেই আমার দুশ্চিন্তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। হোটেল আর মসজিদে নববীর মধ্যে এই আসা-যাওয়ার পথটা আমরা কীভাবে সামলাব? আমরা তো এসেছিই সওয়াবের আশায়, প্রতিটা ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়ার জন্য আমাদের মন ছটফট করছিল। ট্যাক্সিতে ওঠার সময় আমি নিজেকে বারবার

---

[২] সুনান তিরমিজি

মনে করিয়ে দিচ্ছিলাম—যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করে, আল্লাহ তাদের কখনোই হতাশ করেন না। মদিনার মাটিতে সাহাবীরা যে শান্তি আর নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন, আমরাও সেই রবেরই বান্দা, সেই শান্তির খোঁজে এসেছি।

হোটেলের রিসিপশনে পৌঁছালাম। মনে মনে ভাবছিলাম, গুগল ম্যাপের হিসেবে যদি কয়েক মিনিটেরও ভুল থাকে, তাহলেও তো লাভ! সৌদি আরবের এই রোদে হাঁটা পথ কিছুটা কমলেও তো স্বস্তি। তাই রিসিপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আসলে এখান থেকে হাঁটলে কতক্ষণ লাগে?' আমার প্রশ্ন শুনে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, তিনি বেশ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর উলটো দিকের গেটটা দেখিয়ে বললেন, 'ওই তো, একদম সামনে। আক্ষরিক অর্থেই দুই মিনিটের পথ।'

তার আঙুল যেদিকে নির্দেশ করছিল, সেদিকে তাকিয়ে আমি তো থ! আরে, মসজিদে নববী তো হোটেলের ঠিক সামনেই! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি আমার ফোনটা তুলে রিসিপশনিস্টকে দেখালাম যে গুগল ম্যাপ কী দেখাচ্ছে। তিনি হেসে বললেন, 'ওহ হ্যাঁ, জানি না কেন এমন হয়, কিন্তু অনেক কাস্টমারই আমাদের বলেছেন যে গুগল ম্যাপে হোটেলটা অনেক দূরে দেখায়।'

চেক-ইন শেষ করার জন্য তিনি কম্পিউটারে মনোযোগ দিলেন। আমি তখনও ঘোর কাটাতে পারছিলাম না। জানালার বাহিরে তাকালাম, মসজিদে নববীর সেই বিখ্যাত বিশাল ছাতাগুলো দেখা যাচ্ছে। রিসিপশনিস্ট আমার চিন্তায় ছেদ ঘটালেন। বললেন, 'ম্যাডাম, আমি আপনাদের রুমগুলো ফ্রিতে আপগ্রেড করে দিয়েছি। এখন আপনারা আরও বড় রুম পাবেন, আর জানালা দিয়ে সরাসরি মসজিদে নববী দেখা যাবে। আপনাদের সময়টা ভালো কাটুক।'

আমার চোখ পানিতে ভরে এল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম, আমার রব কেবল আমার দোয়ার উত্তরই দেননি, তিনি তো 'আল-কারিম'—মহা দয়ালু। আমি যা চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তার চেয়েও অনেক বেশি এবং উত্তম কিছু দান করেছেন। আল্লাহ এমনই।

ওমরাহ থেকে যুক্তরাজ্যে ফেরার এক সপ্তাহ পরের কথা। ইস্ট লন্ডন মসজিদে একটা কুরআন রিডিং সেশনে গিয়েছিলাম, সেখানেই এক বন্ধুর সাথে দেখা।

আমাকে জড়িয়ে ধরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর আলিয়া, ওমরাহ কেমন হলো?'

আমি তাকে বললাম, কোনো এজেন্সি ছাড়া নিজেরা ওমরাহ বুক করাটা কতটা সহজ আর সাশ্রয়ী ছিল। তারপর তাকে সেই মদিনার হোটেলের গল্পটা শোনালাম। সে বড় বড় চোখ করে আমার কথা শুনছিল, আমার দোয়ার গল্পটা তাকে খুব স্পর্শ করল। রবের সাথে কথা বলা আর মন যা চায় তা নিয়ে দোয়া করার আকুতি তার চোখেমুখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ তার হাবভাব বদলে গেল। চোখের মণি ছোট হয়ে এল।

সে আবেগী গলায় বলে উঠল, 'সুবহানাল্লাহ! একটা উম্মাহ হিসেবে আমরা আসলে দোয়া জিনিসটা কী আর এটা আমাদের জীবনে কতটা শক্তিশালী হতে পারে, সেটাই ভুলে গেছি। আমরা ভাবি দোয়া কেবল নির্দিষ্ট সময়ে আর নির্দিষ্ট জায়গায় করা যায়। কিন্তু দোয়া তো যেকোনো সময় করা সম্ভব! এর জন্য কোনো ধরাবাঁধা লম্বা স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করার দরকার নেই। আলিয়া, আমাদের জীবনে দোয়াকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে! মানুষকে জানাতে হবে দোয়ার ফল কতটা বিস্ময়কর ও চমৎকার হতে পারে! আমাদের এই বিশ্বাসে ফিরে আসতে হবে যে—দোয়া হতে হবে হৃদয় নিংড়ানো, সুনির্দিষ্ট এবং এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে এর জবাব দেবেন।'

আমি মুচকি হেসে ফিসফিস করে বললাম, 'কাউকে বলো না কিন্তু, তুমি কি জানো আমার দ্বিতীয় বইটা...'

আমার কথা শেষ করার আগেই সে বলে উঠল, 'বলো না যে এটা দোয়া নিয়ে!'

আমি উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ, বইটার নাম—দ্য পাওয়ার অফ দোয়া।'

প্রিয় পাঠক, দোয়াকে প্রায়ই ব্যক্তিগত প্রার্থনা বলা হয়। কিন্তু আমি চাই আপনি জানুন, এটা তার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। দোয়া হলো আপনার

আর আপনার রবের মধ্যকার এক গভীর সম্পর্ক। এটা আল্লাহর সাথে একান্ত কথোপকথন, যা এই দুনিয়ায় আপনার অভিজ্ঞতার ভেতরের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটিকে গড়ে তোলে এবং লালন করে।

দোয়া মানে হলো—আপনি আপনার সব সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি আর অসম্পূর্ণতা নিয়ে এমন একজনের কাছে হাত পাতছেন, যিনি অসীম, ত্রুটিমুক্ত এবং পরম পূর্ণতার অধিকারী। দোয়া মানে তাঁর সাথে কথা বলা, তাঁর কাছে কেঁদে বুক ভাসানো, তাঁর কাছে অভিযোগ জানানো এবং আপনার মন যা চায়, তার সবকিছু তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া। আপনার কী প্রয়োজন, সেটা তাঁর দিকে ফিরে বলা। দোয়া মানে আপনার দুশ্চিন্তাগুলো তাঁর সাথে শেয়ার করা, কারণ আপনি জানেন তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে সব শোনেন। দোয়া মানে যখন নিজেকে পথহারা মনে হয়, তখন তাঁর কাছে পথ চাওয়া। এই জীবনের পথচলায় তাঁর নির্দেশনা, স্বস্তি, বরকত আর অফুরন্ত দয়ার ভিখারি হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা।

যদি আপনি কখনো এমন সম্পর্কের স্বাদ পেয়ে থাকেন, তবে আপনি এই দুনিয়ার সবচেয়ে দামী সম্পদের মালিক। আর যদি এখনো এমন সম্পর্কের দেখা না পেয়ে থাকেন, তবে তৈরি হয়ে যান। আপনি এমন এক সম্পর্কের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন, যা হবে আপনার জীবনের সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে প্রশান্তিময় আর পরিপূর্ণ এক অভিজ্ঞতা। এটাই দোয়া, আর আপনার জন্য দোয়া ঠিক এমনটাই হয়ে উঠতে পারে। আমি আপনার জন্য ভীষণ রোমাঞ্চিত বোধ করছি।

নিজের পাপ আর অগণিত ভুলের কথা মনে করে যদি ভাবেন—'আমার পক্ষে কি আসলেই এটা সম্ভব?'—তাহলে পরের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। কারণ এই কথাগুলো আমাদের সবার জন্য... প্রতিটি মানুষের জন্য।

আপনার রব, আল্লাহ আজজা ওয়া জাল আপনার সাথে একটা সম্পর্ক গড়তে চান। ভাবা যায়? মহান আল্লাহ—যিনি এই বিশাল মহাবিশ্বের মালিক, সব কিছুর স্রষ্টা—তিনি আপনার সাথে সম্পর্ক রাখতে চান!

প্রমাণ চান? প্রমাণ তো হাতের কাছেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের নিরানব্বইটি নাম আপনার কাছে প্রকাশ করেছেন। আর মজার ব্যাপার হলো, তাঁকে চেনার জন্য তিনি কোনো শর্ত জুড়ে দেননি যে—'আগে নিষ্পাপ হও, তারপর আমাকে জানো'। আপনার রব নিজেকে আড়ালে রাখেননি। তিনি কে, কীভাবে তিনি তাঁর বান্দাদের সাথে আচরণ করেন—সব তিনি খুলে বলেছেন। আর এই 'বান্দা'র তালিকায় কিন্তু আপনিও আছেন!

মানুষের কথায় ধরুন না। আমরা যখন চাই কেউ আমাদের চিনুক, আমরা কী করি? নিজেদের ব্যাপারে গল্প করি—আমাদের ব্যক্তিত্ব, কী পছন্দ করি, কী অপছন্দ করি, আমাদের অভিজ্ঞতা, আর অবশ্যই আমাদের নামটা বলি। এর মানে কী জানেন? আল্লাহ যে আপনাকে তাঁর নিরানব্বইটি নাম জানালেন, এর সোজা অর্থ হলো—তিনি চান আপনি তাঁকে খুব গভীরভাবে জানুন। মানুষের হিসেবেই যদি বলি, কাউকে ভালোভাবে না জানলে কি তার সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে?

প্রিয় পাঠক, আল্লাহ আজজা ওয়া জাল চান আপনি তাঁকে জানুন, যাতে তাঁর সাথে আপনার একটা নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়। জীবন নামের এই পাহাড় বাইতে গিয়ে আপনি যেন প্রতি মুহূর্তে তাঁকে অনুভব করতে পারেন—এটাই তাঁর চাওয়া। আল্লাহ তাঁর নামগুলোর মাধ্যমেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন। তাই দোয়া হলো আপনার সেই সচেতন সিদ্ধান্ত, যার মাধ্যমে আপনি এই সম্পর্কের যত্ন নেন। তাঁর নামগুলো ধরে ডাকার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারেন কার সাথে কথা বলছেন, আর ধীরে ধীরে বিশ্বাস জন্মে—তিনি আপনার জন্য কী হতে পারেন। এভাবেই 'আল-ওয়াদুদ' বা পরম প্রেমময় সত্তার সাথে গড়ে ওঠে গভীরতম এক বন্ধন।

এবার এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চা বা কফি কিংবা আপনার পছন্দের যেকোনো পানীয় নিয়ে আরাম করে বসুন। আমি আপনাকে দোয়ার জগতে নিয়ে যাব, তবে তার আগে যার সাথে কথা বলবেন, তাঁকে গভীরভাবে চিনে নেওয়া যাক। আল্লাহর তো নিরানব্বইটি নাম, হয়তো আরও বেশি। কিন্তু আমি ফোকাস করব মাত্র চারটি নামের ওপর। আল্লাহ নিজেই খুব সহজ আর

স্পষ্টভাবে এই নামগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সামনেই দেখবেন, নামগুলো কত সহজে বোঝা যায়। এই নামগুলো এতই বিশেষ আর ব্যাপক যে, আপনার রব পরম মমতায় ঠিক করেছেন—প্রতিদিন এই নামগুলো আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়া হবে। যাতে আপনি ভুলতে না পারেন তিনি কে, তিনি আপনার জন্য কী হতে পারেন, আর ভবিষ্যতে কী করবেন।

এবার অনুমতি দিন, আপনার সেই 'প্রিয়তম'-এর সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিই।

আপনার অভাব বনাম আল্লাহর উদারতা

আল্লাহ্ আজজা ওয়া জাল বলেন—

> رَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۚ
>
> **'আমার দয়া সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে...'[৩]**

মানব ইতিহাসের বড় বড় ভাষণগুলো কেন যুগ যুগ ধরে টিকে আছে জানেন? কারণ যাদের উদ্দেশ্যে সেগুলো বলা হয়েছিল, তাদের কাছে বার্তাটি ঠিকঠাক পৌঁছেছিল। দোয়ার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। দোয়ার আসল গুরুত্ব তখনই বুঝবেন, যখন জানবেন আপনি কার সাথে কথা বলছেন।

আমার খুব ইচ্ছে, আপনি তোতাপাখির মতো মুখস্থ বুলির দোয়া থেকে বেরিয়ে আসুন। প্রাণহীন, কেবল দায়িত্ব সারার মতো দায়সারা গোছের দোয়া নয়; আপনার দোয়া হোক কাঁচা আবেগে ভরা, একদম মন থেকে আসা, আর কোনো স্ক্রিপ্ট ছাড়া। আপনার জিহ্বা যেন রবের সাথে কথা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি বুঝতে পারবেন—দোয়া কেবল কষ্টের সময় নয়, আনন্দের সময়েও করা যায়। যখন আপনি শক্তিশালী অনুভব

---

[৩] সূরা আল-আ'রাফ, ১৫৬